যুগান্তর

চট্টগ্রামে ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা— দুটোই কমেছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬১ দশমিক ০৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৩৯১ জন শিক্ষার্থী— যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৭৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৬৫ দশমিক ৩৬ এবং মানবিক বিভাগে পাসের হার ৪৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

চট্টগ্রামে ৫ বছরের মধ্যে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এবারও ছাত্রদের চেয়ে পাসের হারে এগিয়ে ছাত্রীরা। পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪৩ হাজার ৯৬১ জন ছাত্র এবং ৪১ হাজার ২৬৬ জন ছাত্রী। এরমধ্যে ছাত্রদের পাসের হার ৫৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৬৭ জন। ছাত্রীদের পাসের হার ৬২ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬২৪ জন। রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে এইচএসসির ফলাফল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহবুব হাসান। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরের মধ্যে এবার চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার সবচেয়ে কম। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী খারাপ করায় সার্বিক ফলাফলে এর প্রভাব পড়েছে। এছাড়া পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও কঠোর ছিল বোর্ড। চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে এ বছর ২৩৮টি কলেজ থেকে ৮৩ হাজার ২২৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। এরমধ্যে পাস করেছে ৫০ হাজার ৩৪৭ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এ বছর অংশ নিয়েছে ১৭ হাজার ৩০৮ জন (ছাত্র ১০ হাজার ১৩৪ ও ছাত্রী ৭ হাজার ১৭৪ জন)। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে ৩৪ হাজার ২৮৭ জন (ছাত্র ১৮ হাজার ৯৮৮ ও ছাত্রী ১৫ হাজার ২৯৯ জন) এবং মানবিক বিভাগ থেকে ৩১ হাজার ৫৯৫ জন (ছাত্র ১২ হাজার ৮১০ ও ছাত্রী ১৮ হাজার ৭৮৫ জন) অংশ নেয়।

পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ফলাফল : চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় এবার গত পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে খারাপ ফলাফল করেছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হারও কমেছে। বোর্ডের দেয়া তথ্যে দেখা গেছে, এ বছর পাসের হার ৬১ দশমিক ০৯ শতাংশ। ২০১৬ সালে এ হার ছিল ৬৪ দশমিক ৬০, ২০১৫ সালে ছিল ৬৩ দশমিক ৪৯, ২০১৪ সালে ছিল ৭০ দশমিক ০৬ এবং ২০১৩ সালে ছিল ৬১ দশমিক ২৮ শতাংশ। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৩৯১, ২০১৬ সালে পেয়েছে ২ হাজার ২৫৩, ২০১৫ সালে পেয়েছে ২ হাজার ১২৯, ২০১৪ সালে ২ হাজার ৪৪৬ এবং ২০১৩ সালে ২ হাজার ৭৭২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।